মুগডাল চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাতের নাম : বারি মুগ-২

জনপ্রিয় নাম : কান্তি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল (দিন): ৬০-৬৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : আমিষের পরিমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩০-৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : মুগডাল সরাসরি ছিটিয়ে লাগানো হয় - তাই কোন চারা লাগে না ।

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫-৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ছিটিয়ে ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইনে ১০০-১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ০.৮ - ১

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), বারি ওয়েবসাইট, কৃষি প্রযুক্তি হাতবই

জাতের নাম : বারি মুগ-৩

জনপ্রিয় নাম : প্রগতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল (দিন): ৬০-৬৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ২৮-২৯ গ্রাম

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : আমিষের পরিমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪-৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১-১.১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : - - -

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২০ গ্রাম। -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মুগ-৪

জনপ্রিয় নাম : রুপসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল (দিন): ৬০-৬৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : নেই

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : আমিষের পরিমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ মিনিট। জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযো

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ১ - ৫

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫-৫.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৪-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.২০০ - ০.২২০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২০ গ্রাম। -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মুগ-৫

জনপ্রিয় নাম : তাইওয়ানী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল (দিন): ৬০-৬৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজ আকারে বেশ বড়, হাজার বীজের ওজন ৪০-৪২ গ্রাম ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : আমিষের পরিমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫৫-৬০

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫-৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.২০০ - ০.২২০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১৬০-১৮০ গ্রাম। -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মুগ-৬

জনপ্রিয় নাম : রুপসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল (দিন): ৫৫-৫৮

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজের রঙ গাঢ় সবুজ। দানার আকার বড়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : জীবনকাল কম বলে গম কাটার পর থেকে রোপা আমন ধান রোপণের আগ পর্যন্ত সময়ে এ জাতটি চাষ করে সহজেই বাড়তি আয়

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৭-২৯

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫-৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.২০০ - ০.২২০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২৫ গ্রাম। -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মুগ-৭

জনপ্রিয় নাম : -

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ৫৮-৬২

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজের রঙ সবুজ, ১০০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : অন্যান্য জাতের থেকে ফলের আকার বড়। সারাদেশে চাষযোগ্য।

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬-৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭-১.৮

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২৫ গ্রাম। -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মুগ-৮

জনপ্রিয় নাম : -

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ৫৮-৬২

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজের রঙ সোনালী সবুজ, ১০০০ বীজের ওজন ২৫-৩২ গ্রাম ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : সারাদেশে চাষযোগ্য।

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫-৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬-১.৭

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২০ গ্রাম। -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনামুগ-১

জনপ্রিয় নাম : সোনামুগ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরামাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৯০-৯৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : দানার আকার মাঝারি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২-১৪

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ০.৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : - - -

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০-১০০ গ্রাম -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৭০-৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বারিমুগ-২ (কান্তি) এর বীজ থেকে বড় আকারের বীজ

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২-১৫

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

লাইনে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

লাইনে বুনলে চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬-৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.২০০ - ০.২২০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ৮০-১০০ গ্রাম -

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-১, রবি

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৮০-৮৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : দানার আকার মাঝারি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩-১৫

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪-৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.২০০ - ০.২২০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২০ - ২২

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৭৫-৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : দানার আকার মাঝারি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : আগাম জাত। ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১-১২

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪-৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : - - -

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২০ - ২২

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৭০-৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বীজ থেকে বড় আকারের বীজ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফলগুলো গাছের উপরের দিকে থাকে এবং লম্বা হয়। এজন্য ফল তুলতে সুবিধা হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩-১৫

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫-৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.২০০ - ০.২২০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২০ - ২২

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৬৪-৬৮

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বারিমুগ-২ (কান্তি) এর বীজ থেকে বড় আকারের বীজ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩-১৫

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫-৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : - - -

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২০ - ২২

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৭০-৭৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : বারিমুগ-২ (কান্তি) এর বীজ থেকে বড় আকারের বীজ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২-১৪

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১.৫-২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : - - -

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২০ - ২২

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামুগ-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল (দিন): ৬৪-৬৭

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : দানা মাজারী আকারের।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : আগাম জাত। ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২-১৪

রোপণের সময় চারার বয়স : - - -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১.৫-২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : - - -

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২০ - ২২

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

<u>পোকামাকড়ের আক্রমন ও প্রতিকার</u>

- পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

- ❖ পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : কীড়ায় খাওয়ার ফলে পাতা জালের মতো হয়ে যায় এবং দূর থেকেই চেনা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

পূর্বপ্রস্তুতি : ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। কীড়া বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায় । আক্রমণ খুব বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমন-অ্যারিভো ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ইত্যাদি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ মিলিলিটার (৪ মুখ) হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় জীবনকাল : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। কীড়া বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সতর্কতাঃ সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

- ❖ পোকার নাম : সাদা মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : সাদা মাছি পোকা খুব ছোট (প্রায় ১ মিলিমিটার লম্বা) ও দেহ খুব নরম। স্ত্রী মাছি পোকা একটু বড়। গায়ে মোমের মতো আবরণ থাকে বলে সাদা দেখায়।

ক্ষতির ধরণ : এই পেকা এক ধরণের মধু ছড়িয়ে দেয় যেখানে বিভিনন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

পূর্বপ্রস্তুতি : আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-ফাইফানন অথবা সাইফানন) ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার (২মুখ) অথবা ইমিডাক্লোরপিড ২০ এসএল জাতীয় বালাইনাশক (এডমায়ার, টিডো, ইসিটাফ) কীটনাশক ২.৫ মিলিলিটার (আধামুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। সতর্কতাঃ সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

- ❖ পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এ পোকার মথ বড় (প্রায় ১ ইঞ্চি)। বাদামী রঙের মথগুলো রাতে সক্রিয় হয়। পূর্ণবয়স্ক কীড়া ১.৫ থেকে ২ ইঞ্চি।

ক্ষতির ধরণ : ফল আসার পরে কীড়া বড় হয়ে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

পূর্বপ্রস্তুতি : আক্রমণ বেশি হলে কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক যেমন-কোরোলাক্স ২৫ তরল বা কিনালাক্স ২৫ তরল প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার (২মুখ) ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সতর্কতাঃ সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

- ❖ পোকার নাম : শুসরী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুব ছোট আকারের। এদের মাথায় দুইট করাতের মতো লম্বা শুং আছে। কীড়া প্রায় ৬ মিলিমিটার লম্বা, সাদা রঙের তবে মুখটা বাদামী রঙের হয়।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হাল্কা হয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : সংরক্ষণের সময়

পূর্বপ্রস্তুতি : প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে এই পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়।

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা : প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে এই পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : অল্প পরিমান বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রায় আধা মুখ (৩ মিলিলিটার) নিমের তেল বীজের সাথে মিশালে প্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

- ❖ পোকার নাম : কান্ডের মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এ পোকা দেখতে খুবই ছোট (প্রায় ৩ মিলিমিটার)। আকারে সাধারণ মাছির চারভাগের একভাগ। লাল রঙের চোখযুক্ত উজ্জ্বল কালো রঙের মাছি।

ক্ষতির ধরণ : গাছের উপরের পাতাগুলো হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

পূর্বপ্রস্তুতি : এ ছাড়া কার্বোসালফান ২০ তরল জাতীয় কীটনাশক (যেমন-মার্শাল বা সানসালফান) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ মিলিলিটার (৪ মুখ) হারে বীজ থেকে চারা গজানোর ৩, ৭, ১৪, ২১ দিনের মধ্যে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়। বিশেষ করে প্রথম ৩টি স্প্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং দেরি করা যাবে না।

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা : আক্রান্ত জমিতে কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক (যেমন-মার্শাল বা সানসালফান ২০ মিলিলিটার /৪ মুখ)) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ থেকে চারা গজানোর ৩, ৭, ১৪, ২১ দিনের মধ্যে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। বিশেষ করে প্রথম ৩টি স্প্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : ফেরোস্যাল ট্র্যাপ ব্যবহার কড়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা

- **রোগের নাম :** গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

- **রোগের নাম :** মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির লক্ষণ : আক্রান্ত পাতার উপর হলদে-সবুজ ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। সাধারণত কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়।

ক্ষতির ধরণ : সাধারণত কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্বপ্রস্তুতি : আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।অথবা, আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-

ফাইফানন অথবা সাইফানন) ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার (২মুখ) অথবা এডমায়ার কীটনাশক ২.৫ মিলিলিটার (আধামুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : "জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

অন্যান্য : সতর্কতাঃ সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

- **রোগের নাম :** মুগের পাউডারি মিলডিউ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ : এ রোগে পাতার উপরে পাউডারের মত আবরণ পড়ে। সাধারণত: শুকনো মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতায় পাউডারের মত আবরণ পড়ে

পূর্বপ্রস্তুতি : রোগের আক্রমণ বেশি হলে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-টিল্ট ২৫০ তরল) ১০ লিটার পানিতে ২০ মিলিলিটার (৪ মুখ) হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : সতর্কতাঃ সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা। আগাম বীজবপন করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

- **রোগের নাম :** পাতার দাগ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ : পাতায় ছোট ছোট লালচে বাদামি বর্ণের গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতার উপর ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতার উপর ছিদ্র হয়ে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিমজাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন-বাভিস্টিন ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। সতর্কতাঃ সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্কাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন । ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে সাত থেকে ১৫ দিন পর বাজারজাত করুন। বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যাবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না।

চাষপদ্ধতি

ছিটিয়ে অথবা লাইনে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। লাইনে বপনের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট বা ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ বপনের আগে বীজ শোধোন ও জমি শোধোন করে নিতে হবে।

২৩/ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি ৩০- দিয়ে আগাছ দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া খরিফমৌসুমে ১- বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। চারা বড় হলে সেচ না দেয়াই ভালো।

সার ব্যবস্থাপনা

প্রতি হেক্টরে, জৈবসার ৫-৭টন, ইউরিয়া- ৪০ কেজি,টিএসপি-১০০ কেজি ,এমওপি- ৫৫ কেজি্ , জিপসাম- ৭০ কেজি ।

প্রতি শতকে ৩৫ কেজি পচা গোবোর অথবা কম্পোস্ট সার, ইউরিয়া ১৪০ গ্রাম , ডিএপি ৩৫০ গ্রাম এবং এমপি ১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুজীব সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন নেই।

সেচ ব্যবস্থাপনাঃ খরিফ মৌসুমে বীজ বপনের আগে খরা হলে সেচ দিয়ে জমিতে জো আসার পর বীজ বপন করতে হবে। জমি একেবারেই শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিন। "সাধারণত মুগ চাষাবাদের সময় সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমন হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে নাহ, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

আবহাওয়া ও দুর্যোগঃ অতি বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

আগাছাঃ আগাছা দমনের জন্য জমি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে আগাছা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার এবং পরিষ্কার কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার। ফসল বোনার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা বাছাই করতে হবে। সেচ দেয়ার আগে আগাছা বাছাই করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরন

মৌসুম ও জাতভেদে পরিপক্ক হলে দ্রুত ফসল সংগ্রহ করতে হবে। পাকা ফল ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে বাছাইকরে পরিষ্কার বস্তায় সংরক্ষণ করতে হবে। ডলের গূড়া অথবা বেসন তৈরি করতে চাইলে, পরিপক্ব বীজ ভালভাবে শুকিয়ে স্থানীয় মিলে গুঁড়া করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাকেট করতে হবে।

সংরক্ষনঃ মুগডাল ফল ভালোভাবে শুকিয়ে, বীজ বস্তা, ড্রাম অথবা পলিথিনে ভরে শুকনা এবং ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন। শুসরী পোকাসহ আন্যান্য গুদামজাত পোকা দমনে প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। বীজের পরিমান কম হলে নিমের তেল অথবা নিম পাতার শুকনো গুড়া ব্যবহার করতে পারেন। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

পুষ্টিমান :

মুগ ডাল সহজে হজম হয় এবং এতে আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি, জাত ভেদে প্রায় শতকরা ২১-২৪ ভাগ । মুগ ডালের পুষ্টিগুন নানাবিধ। যেমন, খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি।